সংবাদ

তারিখ ... 22 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১-৩ ......

কিশোরগঞ্জে ডিজিটাল মেলা

‘আগামী দিনে লেখাপড়া হবে কাগজবিহীন’

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

বিশিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, আজকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল সরঞ্জাম দিয়ে পাঠদান করতে হবে। ক্লাসরুমকে তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করে সাজাতে হবে। আগামী দিনে আমরা লেখাপড়াকে কাগজবহীন করে দেব। আজকের যুগে ব্যাগ ভর্তি বই নিয়ে ক্লাসে যাবার সময় ফুরিয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বলেছেন, শিক্ষার্থীদের ব্যাগভর্তি বইয়ের পরিবর্তে ৪ কোটি শিক্ষার্থীর হাতে একটি করে যন্ত্র বা ডিভাইস তুলে দেব। এর মধ্যেই শিক্ষার্থীরা বিশ্বের সব জ্ঞানজগতের সন্ধান পাবে। তিনি শিক্ষকদের তথ্যপ্রযুক্তিতে নিজেদের সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিক্ষকরা তথ্যপ্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকলে ৫ বছর পর পাঠদানের অযোগ্য হয়ে পড়বেন। ক্লাসে গিয়ে নিজেরাই শিক্ষার্থীদের সামনে লজ্জা পাবেন।

শুক্রবার বিকেলে শহরের পুরাতন স্টেডিয়ামে তিন দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও জেলা ব্র্যান্ডিং মেলার দ্বিতীয় দিন ‘ই-ল্যার্নিং ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মোস্তাফা জব্বার এসব কথা বলেন। জেলা প্রশাসক মো. আজিমুদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সেমিনারে আরও আলোচনা করেন সরকারি গুরুদয়াল কলেজের অধ্যক্ষ রাম চন্দ্র রায়, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা একেএম শাহজাহান, নেটিজেন আইটি লিমিটেডের সহ-সভাপতি আশিকুজ্জামান খান, মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান শিওরক্যাশের এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট শফিকুল ইসলাম ও নেটিজেনের ময়মনসিংহ জেলার কর্মকর্তা এনএম মামুন। মোস্তাফা জব্বার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘স্বর্ণকন্যা’ আখ্যায়িত করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে ঘোষণা দিয়েছেন, সেই বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কেনিয়াতে গিয়ে বাংলাদেশকে অনুসরণ করারা পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন। আর বাংলাদেশকে অনুসরণ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ ঘোষাণা দিয়েছেন। বিশ্বব্যাংকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধানমন্ত্রী নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণের সাহস দেখাতে পারেন। গার্মেন্ট শিল্পে আমেরিকার জিএসপি সুবিধাকে প্রধানমন্ত্রী অবজ্ঞা করতে পারেন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে। আজকে বাংলাদেশে ৭০০ কোটি টাকার বেশি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন হয়। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের ছেলেরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশে গিয়ে ঝাড়ুদারের কাজ করে মাসে ১০০ রিয়াল বেতন পায়। তাকে ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষা দিন, আমেরিকায় গিয়ে সে মাসে সোয়া লাখ মার্কিন ডলার রোজগার করবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে আমাদের সন্তানদের ডিজিটাল সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার রূপান্তর করতে পারলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রূপান্তর করতে পারলে জাতির জনকের সোনার বাংলা, শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে পারব বলে মোস্তাফা জব্বার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জেলা প্রশাসক মো. আজিমুদ্দিন বিশ্বাস প্রধান অতিথি মোস্তাফা জব্বারকে ডিজিটাল মেলার স্মারক হিসেবে একটি ক্রেস্ট প্রদান করেছেন। সেমিনারে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) গোলাম মোহাম্মদ ভূঁইয়া, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরফদার মো. আক্তার জামীলসহ বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল-কলেজের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।